জলবায়ু পরিবর্তন ও খাদ্য নিরাপত্তা ১৪

বিপন্ন অবস্থা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অবস্থা খাদ্যের নিরাপত্তার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। ফলে বিশ্বব্যাপী দেখা দিবে খাদ্যের অভাব। অনাবৃষ্টি, খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা, তাপমাত্রার ভিন্নতা, খাদ্য উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার উপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে; যার নমুনা কিছুটা হলেও এখন বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ক্ষতিকর পোকা-মাকড়ের আধিক্য দেখা দিবে, যা ফসলের উৎপাদন ব্যাহত করবে। খরা বৃদ্ধির ফলে সেচের পানির অভাবে অনেক জমিতে ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে না। অতিবৃষ্টি ও বন্যার ফলে ফসলের এলাকা কমে যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে উৎপাদনশীলতা। শীতকালে তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে ধান, গম, আলু ও অন্যান্য শীতকালীন ফসলের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। লবণাক্ততা বৃদ্ধির জন্য অনেক জমি ফসল উৎপাদনের উপযোগিতা হারাবে। সর্বোপরি জলবায়ুর পরিবর্তন মানব জাতিকে খাদ্যের জন্য চরম অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি অধিক সংবেদনশীল হবার কারণে অধিক জনবহুল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে খাদ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে।

ঝুঁকি

- নতুন নতুন প্রজাতির ক্ষতিকর পোকা-মাকড়ের উপদ্রব বাড়বে এবং ফসল উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন কমবে অপর দিকে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে।

- বর্তমানে চাষের আওতায় রয়েছে এমন অনেক জমি খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততার কারণে উৎপাদনশীলতা হারাবে বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে খাদ্যের অভাব দেখা দিবে।

- জলাভূমি ও বনাঞ্চল যা একটি এলাকায় অনেক মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এসকল প্রতিবেশ ব্যবস্থার গুণগত মান ও পরিমানগত অবস্থার নেতিবাচক পরিবর্তন হবে যা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়াবে।

- অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে অনেক জলাভূমি শুকিয়ে যাবে। ফলে জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের যোগান (মাছ, শাক-সবৃজি) কমে যাবে বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে খাদ্যের অভাবসহ মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং দরিদ্র জনগণের খাদ্য ঝুঁকি বাড়বে।

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত রোগ-ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে মানুষের চিকিৎসা ব্যয় বাড়বে। ফলে, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্যের যোগানে অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা কমে যাবে।

- কৃষি মৎস্য ও পশু পালনের জন্য প্রয়োজনীয় মানসম্মত পানির অভাবের ফলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়ে খাদ্য সংকট দেখা দিবে এবং বৃদ্ধি পাবে খাদ্যের মূল্য।

- খরা, বন্যা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত জীববৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে এবং দরিদ্র জনগণের বহুমাত্রিক খাদ্যের প্রাকৃতিক উৎস সংকুচিত হয়ে খাদ্য সংকট সৃষ্টি করবে।

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে খাদ্য পরিবহনের সমস্যা হবে, খাদ্য পরিবহনের ব্যয় বাড়বে। এতে দরিদ্র জনগণ বেশি মাত্রায় ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

তথ্যপত্রটি বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল কর্তৃক প্রকাশিত এবং সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস) কর্তৃক প্রণীত ও মুদ্রিত

জলবায়ু পরিবর্তন ও খাদ্য নিরাপত্তা

খাপ খাওয়ানোর উপায়

- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফসলের জাত নির্বাচন ও উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে।

- এলাকা ভিত্তিক পরিবর্তিত অবস্থা নিরূপণ করে মাঠ পর্যায়ে ফসলের জাত নির্বাচন ও চাষ পদ্ধতির উপর গবেষণা করতে হবে।

- ফসলের রোগ প্রতিরোধ ও বালাই দমনে গবেষণা ও তার ফলাফলের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- দুর্যোগের ধরন অনুযায়ী ফসলের উৎপাদন বহুমুখী করতে হবে; যাতে একটা ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কৃষক অন্যান্য ফসল ঘরে তুলতে পারে।

- খাদ্যের মজুদ ও বন্টন ব্যবস্থা কার্যকর ও গতিশীল করতে হবে। এবিষয়ে আগাম পরিকল্পনা ও সেই মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- প্রয়োজনীয় সংখ্যায় এলাকাভিত্তিক গুদাম ও কোল্ডস্টোরেজ তৈরি করে মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্যের মজুদ ও সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে আপদকালীন সময়ে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়।

- ঋতু ভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য নানাবিধ দেশীয় জাতের সংরক্ষণ ও উৎপাদনে বহুমুখীকরণ করতে হবে। উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

- জলবায়ু সংক্রান্ত আগাম পূর্বাভাস ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। যেমন, হাওর এলাকার জন্য ভারতের মেঘালয় পাহাড়ে বৃষ্টিপাতের সময়, দিন ও পরিমাণ তাৎক্ষণিক জানা থাকলে ভাটি এলাকার কৃষকরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে।

- ফসল উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। শুধু ভাতের উপর নির্ভরশীল না থেকে খাদ্য হিসাবে রুটি, আলু ও নানাবিধ ফলের ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে। এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

- মৌসুমী ফল-মূলের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে এবং এগুলোর সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করে আপদকালীন সময়ের জন্য মজুদ রাখতে হবে।

- স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত কৃষিজাত খাদ্যপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা আধুনিক ও গতিশীল করে তুলতে হবে।

- কৃষি পণ্য সংরক্ষণে আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করে তুলতে হবে।

UNDP Bangladesh DFID Department for International Development CDMP Climate Change Cell CNRS